গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,
ঢাকা–১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.২৩.১৬.০০৩.১২- ৮৪ তারিখ ঃ ২৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ আলুর বিপণন সম্প্রসারণ ও জেলা পর্যায়ে আয়োজিত মেলায় আলুর খাদ্য প্রদর্শণী আয়োজন প্রসংগে।

কৃষিই সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চালিকা শক্তি। এ দেশের যতসব উন্নয়ন সবই কৃষিকেই ঘিরে। এতদিনে আলুকে আমরা শুধুমাত্র সবজি হিসেবে খাদ্য তালিকায় স্থান দিয়ে এসেছি। আলু এখন শুধু সব্জির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। একে ভাতের পাশাপাশি বিকল্প খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার সাথে সাথে এদিয়ে বহুবিধ ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮৫-৯০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে মোট আলু উৎপাদনের প্রায় চার ভাগের একভাগ হিমাগারে সংরক্ষণ করা সম্ভব কিন্তু অবশিষ্ট তিন চতুরাংশ আলু সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরনের অভাবে এই অর্থকরী ফসলের অপচয় হচ্ছে এবং কৃষক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়।

সম্প্রতি বিশ্ব বাজারে আলুর চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ হতে অর্থকরী ফসলের রপ্তানী শুরু হয়েছে। যা আশানুরুপ পর্যায়ে না। এ ক্ষেত্রে উৎপাদিত আলুর শ্রেণী বিন্যাস করে গুনগতমান নিশ্চিত করে বিপণন ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন এনে GAP এর অনুসরনীয় কৌশল অবলম্বন করে আলু রপ্তানী করা গেলে কাঙ্খিত বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এদিক থেকে বিবেচনা করা হলে আলুকে অর্থকরী ফসল হিসাবে পরিগনিত করা যায়। লক্ষণীয় যে, কৃষকরা মৌসুমে উৎপাদিত আলু সাধারন অবস্থায় নিজেদের ঘরে রেখে দেন। এ ভাবে সংরক্ষিত আলু আস্তে আস্তে গুনাগুন নষ্ট হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই আলু উৎপাদন মৌসুমে যাতে কৃষকরা কম মূল্যে আলু বিক্রি না করে সে বিষয়ে সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ এবং কৃষকদের সামথ্য অনুযায়ী গৃহপর্যায়ে বসত বাড়ীত স্বল্প ব্যয়ে আলু সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী।

আলুর উৎপাদন মৌসুমে কৃষকরা যাতে হিমাগারে আলু সংরক্ষনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করনের জন্য জেলার হিমাগার মালিকগনের সাথে সংযোগ স্থাপন ও আলু সংরক্ষণ মনিটরিং করার এখনই সময়। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আগাম মূল্য পরিস্থিতির ধারনা দেয়া এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কৃষক ও পরিবহন মালিকদের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। সর্বোপরি রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানী কারকদের সাথে কৃষকদের লিংকেজ স্থাপনের বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা অত্র অধিদপ্তরের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। উল্লেখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ জরুরী ভিত্তিতে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা গেল।

(১) আলু এবং আলুজাত খাদ্য জনগণের নিকট জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে আপনার জেলায় আলুর খাদ্যজাত সামগ্রীর ব্যাপক প্রদর্শণীর আয়োজন করা ।

(২) স্থানীয় পত্রিকায় আলু ব্যবহারের উপর নিয়মিত প্রচার/বুলেটিন প্রকাশ করা।

(৩) আয়োজিত মেলায় আলুর রকমারি খাবার প্রদর্শণ, প্রস্তুতপ্রণালী বিষয়ক পুস্তিকা এবং লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ কার্যক্রম চলমান রাখা। বিশেষ করে আলুর উৎপাদন মৌসুমে উৎপাদিত এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে কৃষক প্রাপ্ত বাজার গুলোতে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার–প্রচারনা কার্যক্রম গ্রহন।

(৪) জেলাওয়ারী আলুর চাহিদা ও একর প্রতি আলুর উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করা।

(৫) মৌসুমে কৃষকরা অভাবতারিত হয়ে যাতে কম মূল্যে আলু বিক্রয় না করে সে বিষয়ে সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ এবং কৃষকদের সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহপর্যায়ে বসতবাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে আলু সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

(৬) হিমাগার সমূহে আলু সংরক্ষণের পূর্বে স্থানীয় হিমাগার মালিকদের সাথে সভা করে কুইন্টাল প্রতি আলুর সংরক্ষণের জন্য ভাড়ার হার নির্ধারন এবং হিমাগারে কৃষকদের আলু সংরক্ষনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা ।

(৭) হিমাগারে আলু সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যেমন, চিপ্স,স্মাকস, স্টিক ইত্যাদি হরেক রকম প্রক্রিয়াজাতকরণ খাবার তৈরীর ব্যাপারে প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে প্রচার/প্রচারণা চালানো।

(৮) কৃষি পণ্য উৎপাদনের সংগে তার বাজারজাতকরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে রপ্তানীর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীকারকদের সাথে কৃষকদের লিংকেজ স্থাপনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা ।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং এতসংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ অত্রাফিসকে অবহিত করনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মাহবুব আহমেদ)
যুগ্ম সচিব
ও
পরিচালক
ফোনঃ ৯১১৪৩১০।
e-mail:director@dam.gov.bd

জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী (সকল)
————————————————————।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

(১) উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা বিভাগ।

(২) ফোকাল পয়েন্ট ICT (ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য)।